তারিখ ... 05 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩১ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি বিষফোঁড়া?

উচ্চশিক্ষা | মো. মোর্ত্তুজা আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন
ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২ সালে অধিভুক্তকরণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পার হলেও এর লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে যদি যান দেখবেন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা আছে, পরে খোঁজ করুন। তার মানে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেও জানে না এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? এ যেন টাকা দিয়ে হাতি পোষার মতো অবস্থা। ২০ লাখ শিক্ষার্থী প্রায় দুই হাজার ১৫৪টি কলেজ ও ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। কীভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে তার কিছু নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এই শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক আছেন প্রায় দুই হাজার। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১৮:১। অন্যদিকে রাজধানীর তিতুমীর কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। এর বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ১৭১ জন। এর মধ্যে আবার ৩৭টি পদ শূন্য। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৪০২ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক।

সমস্যার পাহাড় নিয়ে ধুঁকছে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে অবস্থিত দেশের ঐতিহ্যবাহী সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলো। শিক্ষক, আবাসিক ও শ্রেণীকক্ষ সংকটসহ নানামুখী অব্যবস্থাপনায় হোঁচট খাচ্ছে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম। ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যতজন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে তার চেয়ে ৪ গুণ বেশি শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সব থেকে অবাক করার বিষয় হচ্ছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ফ্যাকাল্টি নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালিত হয় ধার করা শিক্ষক দিয়ে। যারা সবাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষক এবং এসব শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতাও সমান নয়। শিক্ষকদের ওপর সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। সুতরাং যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সে প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় কি-না? কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।

এসব কলেজের অবকাঠামো সমস্যা প্রকট। সব থেকে বেশি সংকট শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষকদের বসার জায়গার। ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত একাডেমিক ভবন থাকা সত্ত্বেও এক বিভাগ অপর বিভাগের শ্রেণীকক্ষ শেয়ার করে। অথচ এ কলেজগুলোয় মান্ধাতা আমলের একটি একাডেমিক ভবন সর্বসাকল্যে ১০-১৫টি ক্লাসরুম, যার একটি ক্লাসরুমে শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতা ৭০-৮০, এর মধ্যে গাদাগাদি করে ১০০-১৫০ জন বসছে। শিক্ষকদের অপ্রতুলতা ও ক্লাসরুমের অপর্যাপ্ততার জন্য সারা বছর এ কলেজগুলোয় পর্যাপ্ত ক্লাস হয় না। যে অল্পসংখ্যক ক্লাস হয় তাতে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের এত বিশাল সিলেবাস শেষ করা সম্ভব কি-না একটিবার ভেবে দেখুন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সারাদেশে ৩১৬টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে শিক্ষকের পদ সংখ্যা ১৫ হাজার ২৮৯টি। এর মধ্যে অধ্যাপক পদ শূন্য রয়েছে ২০৪টি, সহযোগী অধ্যাপক পদে ১৩১টি ও সহকারী অধ্যাপক পদে ৩৩৮টি। সবচেয়ে বেশি পদ শূন্য রয়েছে প্রভাষক পদে তিন হাজার ১২৭টি।

সমস্যার পাহাড় নিয়ে ধুঁকছে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে অবস্থিত দেশের ঐতিহ্যবাহী সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলো। শিক্ষক, আবাসিক ও শ্রেণীকক্ষ সংকটসহ নানামুখী অব্যবস্থাপনায় হোঁচট খাচ্ছে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম। ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যতজন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে তার চেয়ে ৪ গুণ বেশি শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সব থেকে অবাক করার বিষয় হচ্ছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ফ্যাকাল্টি নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালিত হয় ধার করা শিক্ষক দিয়ে। যারা সবাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষক এবং এসব শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতাও সমান নয়

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্নায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ১ : ১৯। এ ছাড়া আশির দশকে করা এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যেসব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী আছে, সেগুলোয় প্রতি বিভাগে ১২ জন করে শিক্ষক থাকার কথা। অথচ এ কলেজগুলোয় দেখবেন কোনো কোনো বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মানের অনেক নিচে। খুলনা শহরের সুপরিচিত একটি কলেজের এক বিভাগের ছাত্রছাত্রী ৩০০ জন। সারা বছর এ বিভাগে কোনো ক্লাস হয় না অথচ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০ জন। এটা কখনও উন্নত বিশ্বে ভাবা যায়! এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে, 'বেকার তৈরির কারখানা' শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকের অভাবে ঠিকমতো ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শেখানো যাচ্ছে না। ঠিকমতো ক্লাস না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ায় ঝুঁকছেন। আবাসন ও পরিবহনের তীব্র সংকট। নেই সুবিশাল ক্যাম্পাস, জিমনেসিয়াম, উন্নত মানের লাইব্রেরি। সহশিক্ষা কার্যক্রমের কোনো উপকরণই এসব কলেজে নেই। নেই কোনো চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্র। অথচ চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২০ টাকা নেওয়া হয়। পরিবহন না থাকলেও নেওয়া হয় পরিবহন ফি।

সংকট এমন পর্যায়ে চলে গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ১০ কলেজে দুই লাখ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র দুই হাজার। শিক্ষার্থীর হার অনুপাতে যত সংখ্যক শিক্ষক থাকার কথা কোনো কলেজেই নেই তার লেশমাত্রও। শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত হবে ৩০ :১ অর্থাৎ প্রতি ৩০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকবেন। চলমান আইনেও বলা আছে, কোনো বিষয়ে ডিগ্রি (পাস) ও অনার্স থাকলে ১০ এবং মাস্টার্স কোর্স হলে শিক্ষক থাকবেন ১২।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকা শহরে পুরনো ঐতিহ্যবাহী মোট ১০ সরকারি কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান হলো– ঢাকা কলেজ, ইডেন সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গার্হস্থ্য সরকারি কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ এবং সরকারি সঙ্গীত কলেজ। অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ে রয়েছে একটি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসাও। তবে বছরের পর বছর ধরে চলা সংকটে প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জৌলুস ও প্রভাব দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐতিহ্য হারিয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশের নারী শিক্ষায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রী রয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার। শিক্ষক আছেন মাত্র ২৪৫। কবি নজরুল সরকারি কলেজে বর্তমানে ২০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে কিন্তু শিক্ষক আছেন ১০০ জন।

অবিলম্বে এই বেকার তৈরির কারখানা বন্ধ করুন। বিষফোঁড়া প্রাথমিক পর্যায়েই ভালো করা দরকার। নতুবা এর তীব্রতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে এবং পচন শুরু হবে, সর্বশেষে প্রাণ হরণকারী হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পচন শুরু হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে এর মৃত্যু হবে। এখন থেকেই সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি ঠিক করলে এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। দরকার শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আইনের পরিবর্তন।

amm203@gmail.com